

اعتقاد أئمة الحديث

ইতিক্বাদু আয়িম্মাতিল হাদীছ

أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي

আবু বাকর আহমাদ ইবনু ইবরাহীম আল-ইসমাইলী

অনুবাদ

আব্দুল্লাহ আল মামুন

এম. টি. আই. এস, এম. ফিল (গবেষক)

আল-হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশ

الناشر: مكتبة السنة

প্রকাশনায়: মাকতাবাতুস সুন্নাহ

اعتقاد أئمة الحديث

مكتبة السنة: الناشر

প্রকাশনায়: মাকতাবাতুস সুন্নাহ

www.maktabatussunnah.org

প্রধান অফিস

কাটাখালী (দেওয়ানপাড়া মাদরাসা মোড়), রাজশাহী।

মোবাইল: ০১৯১২-০০৫১২১ (বিকাশ-ব্যক্তিগত)

শাখা অফিস

৩৪, নর্থ ব্রুক হল রোড (তৃতীয় তলা), বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০।

মোবাইল: ০১৭৬৭-৫৭০১৮৬ (বিকাশ-ব্যক্তিগত)

প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর ২০২০ ইস্যবী

নির্ধারিত মূল্য: ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা।

ইতিক্বাদু আয়িম্মাতিল হাদীছ

সূচীপত্র

| | |
|--|----|
| ❖ কিতাবের সানাদ | ৫ |
| ❖ আহলুল হাদীছদের আক্বীদার মূলনীতি..... | ৫ |
| ❖ আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সংক্রান্ত আলোচনা..... | ৬ |
| ❖ রুবুবিয়্যাতে কতিপয় বৈশিষ্ট্যের আলোচনা..... | ৭ |
| ❖ আল্লাহর সুন্দর নাম সমূহ ও তাঁর সুউচ্চ গুণাবলী সাব্যস্তকরণ..... | ৭ |
| ❖ দুই হাত সংক্রান্ত গুণের সাব্যস্তকরণ | ৮ |
| ❖ আল্লাহর চেহারা, শবণ, দর্শন, জ্ঞান, ক্ষমতা ও কথা বলার দ্বিফাত বা গুণাবলীর ব্যাপারে আয়িম্মাতুল হাদীছের বক্তব্য..... | ৯ |
| ❖ আল্লাহর ইচ্ছা সাব্যস্তকরণ | ১২ |
| ❖ আল্লাহর জ্ঞান | ১৩ |
| ❖ কুরআন আল্লাহর বাণী | ১৩ |
| ❖ বান্দার কর্মসমূহ আল্লাহর সৃষ্টি | ১৪ |
| ❖ ভালো এবং মন্দ আল্লাহর ফয়সালার কারণেই..... | ১৬ |
| ❖ নিকটতম (দুনিয়ার) আকাশে আল্লাহর নেমে আসা..... | ১৭ |
| ❖ আখিরাতে মুমিনগণ কর্তৃক তাদের রবকে দেখা..... | ১৭ |
| ❖ ঈমানের হাক্বীক্বাত | ১৮ |
| ❖ কাবীরাহ গুণাহে লিপ্ত ব্যক্তির ব্যাপারে তাদের মতামত..... | ১৯ |
| ❖ ইচ্ছাকৃতভাবে ছুলাত ত্যাগকারীর বিধান | ১৯ |
| ❖ ঈমান ও ইসলামের পার্থক্য নির্ণয়ে আহলুল ইলম এর মতামত..... | ২১ |
| ❖ শাফা'আত, হাউয, আখিরাতে প্রত্যাবর্তন এবং হিসাব..... | ২৩ |
| ❖ তাওহীদে বিশ্বাসী কারো জন্য জান্নাত অথবা জাহান্নামের সাক্ষ্য না দেয়া | ২৪ |
| ❖ কবরের আযাব | ২৫ |
| ❖ মুনকার ও নাকীরের সুওয়াল | ২৭ |
| ❖ দীনের ব্যাপারে বিবাদ ও বিতর্ক পরিহার করা..... | ২৮ |
| ❖ খুলাফায়ে রাশিদীনের খিলাফাত | ২৯ |
| ❖ ছাহাবীদের মধ্যে মর্যাদার তুলনা | ৩০ |

| | |
|--|----|
| ❖ যে ব্যক্তি ছাহাবীদেরকে অপছন্দ করে তার ব্যাপারে মতামত..... | ৩১ |
| ❖ সৎকর্মশীল বা পাপাচারী সকল মুসলিম ইমামের পিছনে জুমু'আর ছুলাত আদায় করা | ৩৬ |
| ❖ রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে থেকে জিহাদ করার আবশ্যিকতা যদিও তারা অত্যাচারী হয় | ৩৬ |
| ❖ দারুল ইসলাম | ৩৭ |
| ❖ আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া বান্দার আমলসমূহ তাদের জন্য জান্নাতকে আবশ্যক করে না | ৩৭ |
| ❖ অন্তিম সময় নির্ধারণ | ৩৯ |
| ❖ রিযিকদাতা আল্লাহই | ৪০ |
| ❖ শয়তান ও তাদের ওয়াসওয়াসার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ | ৪০ |
| ❖ যাদু ও যাদুকর | ৪১ |
| ❖ বিদ'আত হতে দূরত্ব রাখা | ৪১ |
| ❖ ইলম শিক্ষা করা | ৪২ |
| ❖ ছাহাবীদের বিষয়ে নিরত থাকা | ৪২ |
| ❖ জামা'আতের বাধ্যবাধকতা | ৪৩ |
| ❖ ফিরিক্বাতুন নাজিয়াহ আহলুল হাদীছ মাজহাবের সঙ্গে থাকার আবশ্যিকতা | ৪৩ |

ইতিক্বাদু আয়িম্মাতিল হাদীছ

قال ابن قدامة أخبرنا الشريف أبو العباس مسعود بن عبد الواحد بن مطر الهاشمي، قال أنبأ أبو الحسن على بن محمد الجرجاني، أنبأ أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي، أنبأ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي قال:

ইবনু কুদামাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন: আমাদেরকে শরীফ আবুল আব্বাস মাসউদ ইবনু আব্দিল ওয়াহিদ ইবনু মাত্বার আল-হাশিমী বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমাদেরকে আবুল হাসান 'আলী ইবনু মুহাম্মাদ আল-জুরজানী আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন, তিনি বলেন: আমাদেরকে আবুল ক্বাসিম হামযাহ ইবনু ইউসুফ আস-সাহামী সংবাদ দিয়েছেন যে, আবু বাকর আহমাদ ইবনু ইবরাহীম আল-ইসমাঈলী আমাদেরকে বলেছেন:

أصول الاعتقاد عند أهل الحديث

আহলুল হাদীছদের আক্বীদার মূলনীতি

اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى، وصحت به الرواية عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لا معدل عن ما ورد به ولا سبيل إلى رده، إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة، مضموننا لهم الهدى فيهما، مشهودا لهم بأن نبههم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يهدي إلى صراط مستقيم، محذرين في مخالفته الفتنة والعذاب الأليم.

১। তোমরা জেনে রেখ - আল্লাহ আমাদেরকে এবং তোমাদেরকে রহম করুন - নিশ্চয় আহলুল হাদীছ - আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মায়হাব হচ্ছে আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর রসূলগণের ব্যাপারে

স্বীকৃতি দেয়া। আর আল্লাহর কিতাব তথা কুরআন যা বলেছে এবং আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যা বিস্মৃদ্ধভাবে প্রমাণিত হয়েছে তা গ্রহণ করা। তাতে উল্লেখিত বিষয়ের কোন পরিবর্তন হবে না এবং সেটা প্রত্যাখ্যানেরও কোন পথ নেই। যেহেতু তারা আদিষ্ট হয়েছে কিতাব ও সুন্নাহর অনুসরণের জন্য, তাদের হিদায়াতও এদুটির সাথেই যুক্ত, তাদেরকে সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে যে, তাদের নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিরাতুম মুসতাকীমের (সরল ও সুদৃঢ় পথ) পথ দেখান। সেই সাথে তাদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে রসূলের বিরোধিতা করলেই ফিতনা ও কঠোর আযাবের ব্যবস্থা রয়েছে।

القول في الأسماء والصفات

আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সংক্রান্ত আলোচনা

ويعتقدون أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى وموصوف بصفاته التي سمي ووصف بها نفسه ووصفه بها نبيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خلق آدم بيده، ويداها مبسوطتان ينفق كيف يشاء، بلا اعتقاد كيف، وأنه عز وجل استوى على العرش، بلا كيف، فإن الله تعالى انتهى من ذلك إلى أنه استوى على العرش ولم يذكر كيف كان استواؤه.

২। আহলুল হাদীছগণ বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ তা‘আলা তাঁর সুন্দর নাম সমূহ দ্বারা অভিহিত এবং তাঁর গুণাবলীর মাধ্যমে তিনি গুণাবিত। যে নাম ও গুণাবলীর মাধ্যমে তিনি নিজেকে নামকরণ ও গুণাবিত করেছেন অথবা তাঁর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে নামকরণ ও গুণাবিত করেছেন। (উক্ত গুণাবলীর মধ্যে রয়েছে) আল্লাহ তা‘আলা নিজ হাতে আদমকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর হাত দু’টি প্রসারিত, তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন, তবে (আহলুল হাদীছগণ এটাকে বিশ্বাস করেন) তার প্রকৃতির ব্যাপারে কোনরূপ বিশ্বাস স্থির করা ব্যতীত। আল্লাহ তা‘আলা আরশে আরোহণ করেছেন, (আহলুল হাদীছগণ এটাকে বিশ্বাস করেন) কোনরূপ প্রকৃতি স্থির করা ব্যতীত। কেননা আল্লাহ তা‘আলা এ ব্যাপারে এতটুকুই বলে শেষ করেছেন যে, তিনি আরশে উঠেছেন, এটা বলেননি যে তাঁর আরোহণের প্রকৃতি কেমন ছিল।

ইতিক্বাদু আয়িম্মাতিল হাদীছ

ذكر بعض خصائص الربوبية

রুবুবিয়্যাতের কতিপয় বৈশিষ্ট্যের আলোচনা

وأنه مالك خلقه وأنشأهم لا عن حاجة إلى ما خلق ولا معنى دعاه إلى أن خلقهم، لكنه فعال لما يشاء ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل، والخلق مسؤولون عما يفعلون.

৩। তিনিই তাঁর যাবতীয় সৃষ্টির মালিক। তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যা সৃষ্টি করেছেন তার কাছে কোনরূপ প্রয়োজন ছাড়াই। এমন কোন উদ্দেশ্যও ব্যতীত যা তাঁকে সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করতে আবেদন জানিয়েছে। বরং যা ইচ্ছা তা সম্পাদনে তিনি মহা-কার্যক্ষম। তিনি যেমন ইচ্ছা হুকুম জারী করেন, তিনি যা করেন উক্ত কর্ম সম্পর্কে (কখনো) জিজ্ঞাসা করা হবে না। বরং সকল সৃষ্টিই তারা যা করে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

إثبات أسماء الله الحسنی وصفاته العلا

আল্লাহর সুন্দর নাম সমূহ ও তাঁর সুউচ্চ গুণাবলী সাব্যস্তকরণ

وأنه مدعو بأسمائه، موصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه، وسماه ووصفه بها نبيه عليه الصلاة والسلام، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يوصف بنقص أو عيب أو آفة، فإنه عز وجل تعالى عن ذلك.

৪। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাম সমূহ দ্বারা অভিহিত এবং তাঁর গুণাবলীর মাধ্যমে তিনি গুণাব্ধিত। যে নাম ও গুণাবলীর মাধ্যমে তিনি নিজেকে নামকরণ ও গুণাব্ধিত করেছেন এবং তাঁর নাবী ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে নামকরণ ও গুণাব্ধিত করেছেন। আসমান ও জমীনের কোন কিছুই তাঁকে অক্ষম করতে পারে না। কোন কমতি, দোষ-ত্রুটি বা আপদের দ্বারা তাঁকে গুণাব্ধিত করা যাবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা এসব থেকে বহু উর্ধে।

إثبات صفة اليدين

দুই হাত সংক্রান্ত গুণের সাব্যস্তকরণ

وخلق آدم عليه السلام بيده، ويدها مبسوطتان ينفق كيف شاء، بلا اعتقاد كيف يده، إذ لم ينطق كتاب الله تعالى فيه بكيف.

ولا يعتقد فيه الأعضاء، والجوارح، ولا الطول والعرض، والغلظ، والدقة، ونحو هذا مما يكون مثله في الخلق، وأنه ليس كمثله شيء تبارك وجه ربنا ذو الجلال والإكرام.

৫। আল্লাহ তা'আলা নিজ হাতে আদমকে সৃষ্টি করেছেন। আর তাঁর হাত দু'টি প্রসারিত, তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন, তবে (আহলুল হাদীছগণ এটাকে বিশ্বাস করেন) তার হাত দুটির প্রকৃতির ব্যাপারে কোনরূপ বিশ্বাস স্থির করা ব্যতিত; যেহেতু আল্লাহর কিতাব (কুরআন) আমাদেরকে এ ব্যাপারে কোন প্রকৃতির কথা জানায়নি।

৬। আর এ ব্যাপারে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, দৈর্ঘ্য-প্রস্থ, সূক্ষ্ম-স্থূল অথবা সৃষ্টির সাথে সামঞ্জস্যতা রাখে এমন অন্য কোন কিছুই বিশ্বাস রাখা যাবে না। কেননা তাঁর মত কেউ নেই। সন্মান ও মর্যাদার অধিকারী আমাদের রবের চেহারা মহিমাম্বিত হোক!

ولا يقولون إن أسماء الله عز وجل كما تقوله المعتزلة والخوارج وطوائف من أهل الأهواء مخلوقة.

৭। আর তারা (আহলুল হাদীছগণ) মু'তাযিলা, খারিজী ও অন্যান্য প্রবৃত্তির অনুসরণকারী সম্প্রদায়ের মত আল্লাহর নাম সমূহকে মাখলুক্ব (সৃষ্ট) বলেন না।

ইতিক্বাদু আয়িম্মাতিল হাদীছ

قوله في صفة الوجه والسمع والبصر والعلم والقدرة والكلام

আল্লাহর চেহারা, শ্রবণ, দর্শন, জ্ঞান, ক্ষমতা ও কথা বলার দ্বিফাত বা
গুণাবলীর ব্যাপারে আয়িম্মাতুল হাদীছের বক্তব্য

ويثبتون أن له وجهًا، وسمعا، وبصرا، وعلمًا، وقدرة، وقوة، وكلامًا، لا على ما

يقوله أهل الزيغ من المعتزلة وغيرهم، ولكن كما قال تعالى: ﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ﴾

[الرحمن: ২৭] وقال: ﴿أَنزَلَهُ وَيُعَلِّمُهُ﴾ [النساء: ১৬৬] وقال: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ

مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ [البقرة: ২৫৫] وقال: ﴿فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾ [فاطر: ১০] وقال:

﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا يَأْتِيهِ﴾ [الذاريات: ৪৭] وقال: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ

مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ [فصلت: ১৫] وقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾

[الذاريات: ৫৮]

৮। তারা সাব্যস্ত করেন যে, আল্লাহর চেহারা, শ্রবণ, দর্শন, জ্ঞান, ক্ষমতা ও
কথাকে (কথা বলার গুণ) সাব্যস্ত করেন। তবে তারা বিভ্রান্ত মু'তযিলাদের মত
নয়।

তারা (আহলুল হাদীছ) বলেন যেমনটি আল্লাহ বলেছেন:

﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ﴾

“তোমার রবের চেহারা অবশিষ্ট থাকবে।^[১]” আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿أَنزَلَهُ وَيُعَلِّمُهُ﴾

“তিনি তা নাযিল করেছেন তাঁর জ্ঞানের মাধ্যমে।^[২]”

[১] সূরা আর-রহমান: ২৭।

[২] সূরা আন নিসা: ১৬৬।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾

“তারা আল্লাহর জ্ঞানের কোন কিছুই তারা পরিবেষ্টন করতে পারে না, তবে তিনি যতটুকু চান তা ছাড়া।^[৩]”

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾

“নিশ্চয় আল্লাহই সকল ইজ্জত (সন্মান ও ক্ষমতা) এর অধিকারী।^[৪]”

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ﴾

“আর আমি আকাশ নির্মাণ করেছি আমার ক্ষমতাবলে।^[৫]”

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿أَوْ لَعَنُوا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾

“আর তারা কি দেখেনি যে, আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের থেকে অধিক শক্তিশালী।^[৬]”

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾

“নিশ্চয় আল্লাহ, তিনিই রিযিকদাতা, প্রবল শক্তিদর-পরাক্রমশালী।^[৭]”

[৩] সূরা আল বাক্বারা: ২৫৫।

[৪] সূরা ফাত্বির: ১০।

[৫] সূরা আল-যারিয়াত: ৪৭।

[৬] সূরা ফুসসিলাত: ১৫।

[৭] সূরা আল-যারিয়াত: ৫৮।

ইতিক্বাদু আয়িম্মাতিল হাদীছ

فهو تعالى ذو العلم، والقوة، والقدرة، والسمع، والبصر، والكلام، كما قال

تعالى: ﴿وَلِصُنْعِ عَلَىٰ عَيْنِي﴾ [طه: ٣٩] ﴿وَأَصْنَعُ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِّينَا﴾ [هود: ٣٧]

وقال: ﴿حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٦] وقال: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا﴾

[النساء: ١٦٤] وقال: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ١٦٤]

[৪২]

সুতরাং (এখান থেকে জানা গেল) আল্লাহ তা'আলা জ্ঞান, শক্তি, ক্ষমতা, শবণ, দর্শন এবং কথা (কথা বলার সক্ষমতা) এর অধিকারী। যেমনটি আল্লাহ বলেন:

﴿وَلِصُنْعِ عَلَىٰ عَيْنِي﴾

“এবং যেন তুমি আমার চোখের সামনে প্রতিপালিত হও।^[৮]”

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿وَأَصْنَعُ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِّينَا﴾

“আর তুমি আমাদের চাক্ষুষ তত্ত্বাবধানে এবং আমার অহী মোতাবেক নৌকা নির্মাণ কর।^[৯]”

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ﴾

“যতক্ষণ না সে আল্লাহর আল্লাহর কথা (কালাম) শোনে।^[১০]”

[৮] সূরা ত্বাহ: ৩৯।

[৯] সূরা হুদ: ৩৭।

[১০] সূরা আত-ত্বাওবাহ: ০৬।

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন:

﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾

“তিনি মূসার সাথে ভালভাবেই কথা বলেছেন।^[১১]”

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন:

﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْءًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾

“নিশ্চয়ই তাঁর বিষয়টি এমন যে, তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন তিনি বলেন, ‘হও’ আর তা হয়ে যায়।^[১২]”

إثبات المشيئة

আল্লাহর ইচ্ছা সাব্যস্তকরণ

ويقولون ما يقوله المسلمون بأسرهم: (ما شاء الله كان، وما لا يشاء لا يكون)،

كما قال تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الإنسان: ٣٠]

৯। আযিম্মাতুল হাদীছগণ বলেন যা মুসলিমগণ বলেন: ‘আল্লাহ যা চেয়েছেন তা হয়েছে, তিনি যা চান না তা হয় না।’ যেমনটি আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾

“আর তোমরা কিছুই ইচ্ছা করতে পার না যদি না আল্লাহ ইচ্ছা করেন।^[১৩]”

[১১] সূরা আন নিসা: ১৬৪।

[১২] সূরা ইয়াসিন: ৮২।

[১৩] সূরা দাহর/ইনসান: ৩০।

علم الله

আল্লাহর জ্ঞান

ويقولون لا سبيل لأحد أن يخرج عن علم الله ولا أن يغلب فعله وإرادته مشيئة الله ولا أن يبدل علم الله، فإنه العالم لا يجهل ولا يسهو، والقادر لا يغلب.

১০। আয়িম্মাতুল হাদীছগণ বলেন: কারো জন্য আল্লাহর জ্ঞানের বাইরে যাওয়ার কোন উপায় নেই। কারো কাজ বা ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছার চেয়ে প্রবল হতে পারে না। না কেউ আল্লাহর জ্ঞানকে পরিবর্তন করতে পারে। কেননা তিনি জ্ঞানী, কোন কিছু তিনি ভুলে যান না এবং কোন কিছু সম্পর্কে তিনি অজ্ঞও নন। তিনিই প্রবল ক্ষমতাস্বরূপ, তার উপরে কেউ বিজয়ী হতে পারে না।

القرآن كلام الله

কুরআন আল্লাহর বাণী

ويقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق، وإنما كيفما يصرف بقراءة القارئ له، وبلفظه، ومحفوظا في الصدور، متلواً بالأسنان، مكتوباً في المصاحف، غير مخلوق، ومن قال بخلق اللفظ بالقرآن يريد به القرآن، فهو قد قال بخلق القرآن.

১১। তারা আরো বলেন: কুরআন আল্লাহর বাণী, মাখলূক্ব নয়। আর এটার ধরণ ক্বারীর ক্বিরআতের মাধ্যমে, তার উচ্চারণের মাধ্যমে, অন্তরে সংরক্ষিত হওয়ার মাধ্যমে, জিহ্বায় তিলাওয়াতের মাধ্যমে, মাছুহাফে লিপিবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে যেভাবেই পরিবর্তন হোক, তা মাখলূক্ব নয়। আর যে ব্যক্তি কুরআনের উচ্চারণকে মাখলূক্ব বলবে আর এটা দ্বারা সে কুরআনকে উদ্দেশ্য করল, তবে সে ব্যক্তি কুরআনের সৃষ্টি হওয়ার কথাই^[১৪] বলল।

[১৪] অর্থাৎ সে কুরআনকে মাখলূক্ব বলল। যা মু‘তাযিলাদের কাছ থেকে আসা একটি স্পষ্ট ভ্রান্তি ও কুফুরী মতবাদ।

أفعال العباد مخلوقة لله

বান্দার কর্মসমূহ আল্লাহর সৃষ্টি

ويقولون إنه لا خالق على الحقيقة إلا الله عز وجل، وأن أكساب العباد كلها مخلوقة لله، وأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا حجة لمن أضله الله عز وجل، ولا عذر، كما قاله الله عز وجل: ﴿قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْتُكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الأنعام: ١٤٩] وقال: ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ﴾ [الأعراف: ٢٩ - ٣٠] وقال: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ﴾ [الأعراف: ١٧٩] وقال: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا﴾ [الحديد: ٢٢] ومعنى "نَبْرَأَهَا" أي نخلقها وبلا خلاف في اللغة، وقال مخبراً عن أهل الجنة: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنَّ هَدَانَا اللَّهُ﴾ [الأعراف: ٤٣] وقال: ﴿أَن لَّوِ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [الرعد: ٣١] وقال: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ﴾ [هود: ١١٨ - ١١٩]

১২। তারা আরো বলেন: বাস্তবিকই আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোন খালিক (সৃষ্টিকর্তা) নেই। আর বান্দার অর্জিত প্রতিটি কাজ আল্লাহর মাখলুক বা সৃষ্টি। নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দেন, যাকে ইচ্ছা তিনি হিদায়াত থেকে বঞ্চিত করেন। (তবে) যাকে আল্লাহ পথচ্যুত করেন তার জন্য (আল্লাহর বিপক্ষে) কোন দলীল ও ওয়র থাকবে না। যেমন আল্লাহ বলেন:

﴿قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْتُكُمْ أَجْمَعِينَ﴾

ই‘তিক্বাদু আয়িম্মাতিল হাদীছ

“বল! চূড়ান্ত দলীল আল্লাহরই। তিনি যদি ইচ্ছা করতেন তবে তোমাদের সবাইকেই হিদায়াত দিয়ে দিতেন।^[১৫]”

তিনি আরো বলেন:

﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ﴾

“তিনি তোমাদেরকে যেভাবে সৃষ্টি করেছেন, সেভাবেই তোমরা ফিরে আসবে। তিনি একটি দলকে হিদায়াত দিয়েছেন অপর একটি দলের উপর পথভ্রষ্টতা নেমে এসেছে।^[১৬]”

তিনি আরো বলেন:

﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَيْرَافًا لَّيْنًا وَالْإِنْسَ﴾

“আর আমি অসংখ্য জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য।^[১৭]”

তিনি আরো বলেন:

﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كُتُبٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا﴾

“যমীনে এবং তোমাদের অন্তরে এমন কোন বিপদই আপতিত হয়নি, যা ইতিপূর্বে আমি কিতাবে লিপিবদ্ধ করে রাখিনি।^[১৮]”

তিনি আরো বলেন:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَن هَدَانَا اللَّهُ﴾

“সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যই যিনি আমাদেরকে এই পথের হিদায়াত দিয়েছেন, যদি না আল্লাহ আমাদেরকে হিদায়াত দান করতেন তবে আমরা হিদায়াত পেতাম না।^[১৯]”

[১৫] সূরা আল-আন‘আম: ১৪৯।

[১৬] সূরা আল-আ‘রাফ: ২৯-৩০।

[১৭] সূরা আল-আ‘রাফ: ১৭৯।

[১৮] সূরা আল-হাদীদ: ২২।

[১৯] সূরা আল-আ‘রাফ: ৪৩।

তিনি আরো বলেন:

﴿أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا﴾

“ (তারা জানে যে) যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তবে তিনি সকল মানুষকেই হিদায়াত দিয়ে দিতেন।^[২০]” তিনি আরো বলেন:

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ﴾

“আর যদি তোমার রব ইচ্ছা করতেন তাহলে সকল মানুষকে একটি উম্মাতে পরিণত করতেন। (কিন্তু) তারা পরস্পরে মতভেদকারী হিসেবেই রয়েছে তবে যাদেরকে আল্লাহ রহমত করেছেন তারা ছাড়া।^[২১]”

الخير والشر بقضاء الله

ভালো এবং মন্দ আল্লাহর ফয়সালার কারণেই

ويقولون إن الخير والشر والحلو والمر، بقضاء من الله عز وجل، أمضاه وقدره، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، وإنهم فقراء إلى الله عز وجل، لا غنى لهم عنه في كل وقت.

১৩। তারা আরো বলেন: নিশ্চয় (তাকুদীরের) ভালো-মন্দ ও মিস্ততা-তিক্ততা আল্লাহর নিকট হতে আগত ফয়সালার মাধ্যমেই (নির্ধারিত) হয়। তিনিই এটা নির্ধারণ ও কার্যকর করেছেন। (যারা তার সৃষ্ট) তারা তাদের নিজেদের কোন ক্ষতি বা উপকার করতে পারে না, তবে যা আল্লাহ চান, সেটা ব্যতিত। তারা আল্লাহর নিকটে দরিদ্র ও সর্বদা তারা আল্লাহর তা’আলারই মুখাপেক্ষি।

[২০] সূরা রাদ: ৩১।

[২১] সূরা হূদ: ১১৮-১১৯।

النزول إلى السماء الدنيا

নিকটতম (দুনিয়ার) আকাশে আল্লাহর নেমে আসা

وأنه عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بلا اعتقاد كيف فيه.

১৪। আর আল্লাহ তা‘আলা নিকটতম (দুনিয়ার) আকাশে নেমে আসেন। (তারা এই বিশ্বাস রাখেন) ধরণ নির্ধারণ করা ব্যতীত রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ছহীহভাবে বর্ণিত হাদীছের উপর ভিত্তি করে।

رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة

আখিরাতে মুমিনগণ কর্তৃক তাদের রবকে দেখা

ويعتقدون جواز الرؤية من العباد المتقين لله عز وجل في القيامة، دون الدنيا، ووجوبها لمن جعل الله ذلك ثواباً له في الآخرة، كما قال: ﴿إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۖ وَوُجُوهُ يَوْمَئِذٍ بِآيَةٍ ۗ﴾ [القيامة: ২২ - ২৩] وقال في الكفار: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ﴾ [المطففين: ১৫] فلو كان المؤمنون كلهم والكافرون كلهم لا يرونه، كانوا جميعاً عنه محجوبين، وذلك من غير اعتقاد التجسيم في الله عز وجل ولا التحديد له، ولكن يرونه جل وعز بأعينهم على ما يشاء هو بلا كيف.

১৫। আয়িম্মাতুল হাদীছগণ মুত্তাক্বী বান্দাদের কর্তৃক ক্বিয়ামাতে আল্লাহকে দেখা হওয়ার বিষয়ে বিশ্বাস করেন, তবে দুনিয়াতে নয়। আর এটা আবশ্যিক হবে তাদের জন্য, যাদের জন্য আল্লাহ তা‘আলা আখিরাতে ছুওয়াব হিসেবে এটাকে নির্ধারণ করেছেন। যেমনটি আল্লাহ বলেন:

﴿إِلَىٰ رَيْهَا نَظَرَةٌ ۖ وَوُجُوهُ يُومِذُ بِأَسَرَةٍ ۖ﴾

“সেদিন কোন কোন মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে, তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে।^[২২]” তিনি কাফেরদের ব্যাপারে আরো বলেন:

﴿كَأَلَّا يَنْهَضَ عَنْ رَيْهَا يَوْمَذٍ لَّمْ يَحْجُبُونَ﴾

“নিশ্চয় তারা তাদের রব থেকে সেদিন পর্দার আড়ালে অবস্থান করবে।^[২৩]”

যদি সকল মুমিন ও সকল কাফের তাঁকে দেখতে না পারত, তাহলে তো তাদের সকলেই আল্লাহ তা‘আলার থেকে পর্দার আড়ালে থাকত। কিন্তু এক্ষেত্রে তারা আল্লাহর জন্য কোনরূপ অবয়ব অথবা সীমা নির্ধারণে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু তারা আল্লাহ তা‘আলাকে দেখবেন তাদের নিজ চোখেই, যেভাবে আল্লাহ তা‘আলা চান তবে তার কোন ধরণ তারা নির্ণয় করেন না।

حقيقة الإيمان

ঈমানের হাক্কীক্বাত

ويقولون إن الإيمان قول وعمل ومعرفة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، من كثرت طاعته أزيد إيماناً ممن هو دونه في الطاعة.

১৬। তারা বলেন যে, ঈমান হচ্ছে কথা, কাজ, জ্ঞানের সমষ্টি। ঈমান (আল্লাহ ও রসুলের) আনুগত্যের মাধ্যমে বৃদ্ধি পায় এবং পাপের কারণে তা হ্রাস পায়। যে বেশী আনুগত্য করে সে তার থেকে (তুলনামূলক) কম আনুগত্যকারী ব্যক্তি হতে বেশী ঈমানের অধিকারী।

[২২] সূরা আল-ক্বিয়ামাহ: ২২-২৩।

[২৩] সূরা আল-মুত্বাফফিফীন: ১৫।

قولهم في مرتكب الكبيرة

কাবীরাহ গুণাহে লিগ্তু ব্যক্তির ব্যাপারে তাদের মতামত

ويقولون إن أحداً من أهل التوحيد ومن يصلي إلى قبلة المسلمين، لو ارتكب ذنباً، أو ذنباً كثيرة، صغائر، أو كبائر، مع الإقامة على التوحيد لله والإقرار بما التزمه وقبلة عن الله، فإنه لا يكفر به، ويرجون له المغفرة، قال تعالى: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨]

১৭। তারা বলেন, নিশ্চয় তাওহীদপন্থী কোন ব্যক্তি এবং যে মুসলিমদের ক্বিবলার দিকে ছলাত আদায় করে, আল্লাহর তাওহীদের উপর অটল থাকা এবং তার উপর আবশ্যকীয় বিষয়ে স্বীকৃতি দেয়া এবং তা মেনে নেয়া সাপেক্ষে সে যদি এক বা একাধিক ছগীরাহ অথবা কাবীরাহ যে গুণাহই করুক না কেন, উক্ত গুণাহের জন্য তাকে কাফির বলা যাবে না। মুসলিমগণ তার জন্য ক্ষমার দু'আ করবে। কেননা আল্লাহ বলেন:

﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾

“আর তিনি শিরক ব্যতীত যাকে খুশি ক্ষমা করে দেবেন।” [২৪]

حكم تارك الصلاة عمداً

ইচ্ছাকৃতভাবে ছলাত ত্যাগকারীর বিধান

واختلفوا في متعمدي ترك الصلاة المفروضة حتى يذهب وقتها من غير عذر، فكفره جماعة لما روي عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: « (بين العبد وبين

[২৪] সূরা আন-নিসা: ৪৮।

الكفر ترك الصلاة) « وقوله: « (من ترك الصلاة فقد كفر) » و: « (من ترك الصلاة فقد برأت منه ذمة الله) » وتأول جماعة منهم. . . بذلك من تركها جاحداً لها، كما قال يوسف عليه السلام: ﴿ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ [يوسف: ٣٧] ترك جحود الكفر.

১৮। কোন ওয়র ছাড়া ওয়াক্ত চলে যাওয়া পর্যন্ত ফরয ছলাতকে ইচ্ছাকৃতভাবে পরিত্যাগকারী ব্যক্তির ব্যাপারে তারা মতভেদ করেছেন।

একদল তাকে কাফের বলেছেন, যেহেতু রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “ছলাত পরিত্যাগ করা হচ্ছে বান্দার ও কুফরের মধ্যে (পার্থক্যকারী)।^[২৫]” তিনি আরো বলেন: “যে ব্যক্তি ছলাত পরিত্যাগ করল, সে কুফুরী করল।^[২৬]” এবং “যে ব্যক্তি ছলাত পরিত্যাগ করল, তার থেকে আল্লাহর জিন্মা আলাদা হয়ে গেল।^[২৭]”

তাদের মধ্য হতে অন্য একটি দল এটিকে তা’ওয়ীল করেছেন, (তারা বলেন) যে ব্যক্তি ছলাতকে অস্বীকার করে পরিত্যাগ করবে। যেমনটি ইউসুফ ‘আলাইহিস সালাম বলেছিলেন:

﴿ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾

“নিশ্চয় আমি পরিত্যাগ করেছি এমন সম্প্রদায়ের ধর্মকে যারা আল্লাহর উপরে ঈমান আনেন।^[২৮]”

(যেমন) তিনি কুফুরীকে অস্বীকার করে পরিত্যাগ করেছেন।

[২৫] ছহীহ: সুনানু আবী দাউদ, হা/৪৬৭৮, সুনানু তিরমিযী, হা/২৬২০, সুনানু ইবন মাজাহ, হা/১০৭৮।

[২৬] ছহীহ: কাছাকাছি শব্দে হাদীছটির অনেকগুলো বর্ণনা রয়েছে: সুনানু তিরমিযী, হা/২৬২১, সুনানু নাসাঈ, হা/২৩১, সুনানু ইবন মাজাহ, হা/১০৭৯।

[২৭] যঈফ: মুসনাদু আহমাদ হা/২২০৭৫, ২৭৩৬৪, আল-মু’জামুল কাবীর হা/১৫৬, ২৩৩ ও ৪৭৯, আল-মু’জামুল আউসাত হা/৭৯৫৬, মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা হা/৩০৪৩৮।

[২৮] সূরা ইউসুফ: ৩৭।

أقوال أهل العلم في الفرق بين الإسلام والإيمان

ঈমান ও ইসলামের পার্থক্য নির্ণয়ে আহলুল ইলম এর মতামত

وقال منهم: إن الإيمان قول وعمل، والإسلام فعل ما فرض على الإنسان أن يفعله، إذا ذكر كل اسم مضمومًا إلى الآخر، فقيل: المؤمنون والمسلمون جميعا مفردين أريد بأحدهما معنى لم يرد بالآخر، وإن ذكر أحد الاسمين شمل الكل وعمهم.

১৯। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন: ঈমান হচ্ছে কথা ও কাজের সমষ্টি। আর ইসলাম হচ্ছে এমন কাজের নাম যা করণীয় হিসেবে মানুষের উপরে ফরয করা হয়েছে। যখন এ দু'টি নামের^[২৯] কোন একটি অপরটির সাথে যুক্ত হয়। সুতরাং বলা হয়েছে: 'মুমিনগণ' ও 'মুসলিমগণ' একত্রিতভাবে শব্দদ্বয়ের অর্থগত দিক থেকে একটির উদ্দেশ্য অন্যটির থেকে আলাদা হবে। আর যদি কোন একটি (স্বাধীনভাবে) উল্লেখ করা হয়, তবে তার মধ্যে সবগুলো অর্থই शामिल ও অন্তর্ভুক্ত হবে।

وكثير منهم قالوا: الإسلام والإيمان واحد، قال عز وجل: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ [آل عمران: ٨٥] فلو أن الإيمان غيره لم يقبل منه، وقال: ﴿فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الذاريات: ٣٥] -

[৩৬]

আহলুল ইলমের অধিকাংশ^[৩০] বলেছেন: ইসলাম ও ঈমান একই। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

[২৯] অর্থ্যাৎ ঈমান ও ইসলাম।

[৩০] এর মধ্যে রয়েছে: মুহাম্মাদ ইবন নাছুর আল-মারওয়াযী, সুফইয়ান ছাওরী, বুখারী, মুযানী এবং ইবন আদিল বার প্রমুখ।

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾

“আর যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন অন্বেষণ করবে, তার কাছ থেকে কখনোই তা গ্রহণ করা হবে না।^[৩১]”

যদি ঈমান ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু হয়, তবে তাও তো গ্রহণ করা হবে না।

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন:

﴿فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾

“সুতরাং সেখানে যে সকল মুমিন ছিল, আমি তাদেরকে বের করে নিয়ে আসলাম। তবে আমরা সেখানে একটি বাড়ী ব্যতিত অন্য কোন মুসলিম পাইনি।^[৩২]”

ومنهم من ذهب إلى أن الإسلام مختص بالاستسلام لله والخضوع له والانقياد لحكمه فيما هو مؤمن به، كما قال: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ [الحجرات: ١٤] وقال: ﴿يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُوا عَلَيَّ إِسْلَمَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ﴾ [الحجرات: ١٧] وهذا أيضًا دليل لمن قال هما واحد.

আহলুল ইলমের অনেকে আবার এই মত গ্রহণ করেছেন যে, ইসলাম হচ্ছে আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পণ, তাঁর কাছে নত হওয়া এবং তাঁর হুকুমের আনুগত্যের সাথে সংশ্লিষ্ট, যে ব্যাপারে উক্ত ব্যক্তি ঈমান রাখে। যেমন আল্লাহ বলেছেন:

﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾

[৩১] সূরা আলে ইমরান: ৮৫।

[৩২] সূরা আয-যারিয়াত: ৩৫-৩৬।

ই‘তিক্বাদু আয়িম্মাতিল হাদীছ

“বেদুইনরা বলল: আমরা ঈমান আনলাম। বলুন: তোমরা ঈমান আননি, বরং তোমরা বল: আমরা আত্মসমর্পণ করেছি। কেননা ঈমান এখনো তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি।[৩৩]”

তিনি আরো বলেন:

﴿يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُوا عَلَيَّ إِسْلَمْتُ بِلِ اللَّهِ يَمُنْ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَكُمُ لِلْإِيمَانِ﴾

“তারা মনে করে যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করে আপনাকে ধন্য করেছে। বলুন: তোমরা ইসলাম গ্রহণ করে আমাকে ধন্য করনি। বরং আল্লাহই তোমাদেরকে ঈমানের প্রতি হিদায়াত দিয়ে ধন্য করেছেন।[৩৪]”

[الشفاعة والحوض والمعاد والحساب]

শাফা‘আত, হাউয, আখিরাতে প্রত্যাবর্তন এবং হিসাব

ويقولون إن الله يخرج من النار قوما من أهل التوحيد بشفاعة الشافعين، وأن الشفاعة حق، والحوض حق، والمعاد حق، والحساب حق.

২০। তারা আরো বলেন: নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা শাফা‘আতকারীদের শাফা‘আতের ভিত্তিতে আহলুত তাওহীদের (তাওহীদের অনুসারীদের) মধ্য থেকে একটি গোষ্ঠীকে জাহান্নাম থেকে বের করবেন। আর (এজন্যই) শাফা‘আত সত্য, হাউয সত্য, আখিরাতে প্রত্যাবর্তন সত্য এবং হিসাবও সত্য।

[৩৩] সূরা হুজুরাত: ১৪।

[৩৪] সূরা হুজুরাত: ১৭।

ترك الشهادة لأحد من الموحدين بالجنة أو النار

তাওহীদে বিশ্বাসী কারো জন্য জান্নাত অথবা জাহান্নামের সাক্ষ্য না দেয়া

ولا يقطعون على أحد من أهل الملة أنه من أهل الجنة أو من أهل النار، لأن علم ذلك يغيب عنهم، لا يدرون على ماذا الموت؟ أعلى الإسلام؟ أم على الكفر؟ ولكن يقولون إن من مات على الإسلام مجتنباً للكبائر والأهواء والآثام، فهو من أهل الجنة، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [البينة: ٧] ولم يذكر عنهم ذنبا ﴿أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِّ جَزَاءُ هُمْ عَنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٍ﴾ [البينة: ٧ - ٨] ومن شهد له النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعينه وصح له ذلك عنه، فإنهم يشهدون له بذلك، اتباعاً لرسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وتصديقاً لقوله.

২১। তারা মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত কারো ব্যাপারে এ কথার নিশ্চয়তা দেন না যে, তিনি জান্নাতী অথবা জাহান্নামী। কেননা এ ব্যাপারের (নিশ্চিত) জ্ঞান তাদের কাছে অনুপস্থিত। তারা জানেন না যে, কোন অবস্থার উপরে মৃত্যু হয়েছে। সেটা কি ইসলামের উপর নাকি কুফরের উপর? বরং তারা এভাবে বলেন: যদি কোন ব্যক্তি ইসলামের উপর থেকে পাপাচার, প্রবৃত্তি ও কাবীরা গুণাহ থেকে দূরে থাকা অবস্থায় মারা যায়, তবে সে জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন:

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾

“নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে।” [৩৫]

এখানে আল্লাহ তা‘আলা তাদের গুণাহের ব্যাপারে কিছু উল্লেখ করেননি। এরপর তিনি বলেছেন:

ই‘তিক্বাদু আয়িম্মাতিল হাদীছ

﴿أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ﴾

“আর তারা ই হচ্ছে সৃষ্টির মধ্যে উত্তম। তাদের পুরস্কার রয়েছে তাদের রবের কাছে, (তা হচ্ছে) স্থায়ী জান্নাত।^[৩৬]”

আর যাদের ব্যাপারে আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দিষ্টভাবে (জান্নাত বা জাহান্নামের) সাক্ষ্য প্রদান করেছেন এবং তা বিশুদ্ধভাবে তার থেকে প্রমাণিত হয়েছে, আয়িম্মাতুল হাদীছ রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ ও তাঁর কথাকে বিশ্বাস করার কারণে উক্ত ব্যক্তির জন্যও অনুরূপ সাক্ষ্য দেন।

عذاب القبر

কবরের আযাব

ويقولون إن عذاب القبر حق، يعذب الله من استحقه إن شاء، وإن شاء عفى عنه،
لقله تعالى: ﴿الْتَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ
فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ [غافر: ٤٦] فأثبت لهم ما بقيت الدنيا عذابا بالغدو
والعشي دون ما بينهما، حتى إذا قامت القيامة عذبوا أشد العذاب، بلا تخفيف
عنهم كما كان في الدنيا،

২২। তারা বলেন: নিশ্চয় কবরের আযাব সত্য। শাস্তির উপযুক্ত ব্যক্তিকে আল্লাহ তা‘আলা ইচ্ছা হলে শাস্তি দিবেন আবার ইচ্ছা হলে তিনি তাকে ক্ষমাও করে দিবেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন:

[৩৬] সূরা আল-বাইয়্যিনাহ: ০৭-০৮।

﴿التَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾

“সকাল ও সন্ধ্যায় তাদেরকে আগুনের সামনে পেশ করা হয় এবং যেদিন কিয়ামাত সংঘটিত হবে, (তখন বলা হবে) ফির'আউনের বংশধরদেরকে কঠোর আযাবে প্রবেশ করাও।^[৩৭]”

সুতরাং দুনিয়া যতদিন স্থায়ী থাকবে তাদের জন্য সকাল সন্ধ্যায় আযাব সাব্যস্ত হল, তবে এ দু'য়ের (সকাল ও সন্ধ্যার) মধ্যবর্তী সময়গুলোতে নয়। এরপর যখন কিয়ামাত ক্বায়েম হবে, তখন তাদেরকে আরো কঠোর আযাব দেয়া হবে এক্ষেত্রে দুনিয়ায় যে আযাব ভোগ করত তার কোন কমতি করা হবে না।

وقال: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾ [طه: ১২৪] يعني قبل فناء الدنيا، لقوله بعد ذلك: ﴿وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْفَيْئَةِ أَعْمَى﴾ [طه: ১২৪] بين أن المعيشة الضنك قبل يوم القيامة، وفي معايتتنا اليهود والنصارى والمشركين في العيش الرغد والرفاهية في المعيشة ما يعلم به أنه لم يرد به ضيق الرزق في الحياة الدنيا لوجود مشركين في سعة من أرزاقهم، وإنما أراد به بعد الموت، قبل الحشر.

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾

“যে ব্যক্তি আমার যিকর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, নিশ্চয় আমি তার জীবনকে সংকীর্ণ করে দেব।^[৩৮]”

অর্থ্যাৎ দুনিয়া ধংসের আগেই। কেননা এর পরেই আল্লাহ বলেছেন:

[৩৭] সূরা মুমিন/গাফির: ৪৬।

[৩৮] সূরা ত্বাহ: ১২৪।

ই‘তিক্বাদু আয়িম্মাতিল হাদীছ

﴿وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى﴾

“এবং আমি তাকে কিয়ামাতের দিনে অন্ধ অবস্থায় উঠাবো। [৩৯]”

আল্লাহ তা‘আলা এখানে স্পষ্ট করেছেন যে, সংকীর্ণ জীবন কিয়ামাতের আগেই হবে। কিন্তু আমাদের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী ইহুদী, নাসারা, মুশরিকরা সুখ-স্বাচ্ছন্দেই জীবন যাপন করছে, তাই বোঝা যাচ্ছে যে, এই আয়াতে যা বলা হয়েছে তা দ্বারা দুনিয়ার জীবনকে উদ্দেশ্য করা হয়নি; কারণ মুশরিকরা এখানে রিযিকের সচ্ছলতার মধ্যেই রয়েছে। সুতরাং এ আয়াতে আল্লাহর উদ্দেশ্য হচ্ছে হাশরের আগে ও মৃত্যুর পরের জীবন।

[سؤال منكر ونكير]

মুনকার ও নাকীরের সুওয়াল-প্রশ্ন

وَيُؤْمِنُونَ بِمَسْأَلَةِ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ عَلَى مَا ثَبَتَ بِهِ الْخَبَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَعَ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿يُشَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ [إبراهيم: ٢٧] وما ورد تفسيره عن النبي .

২৩। তারা মুনকার ও নাকীরের বিষয়ে ঈমান আনেন রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যে সব খবর সাব্যস্ত হয়েছে তার ভিত্তিতে, যার সাথে রয়েছে আল্লাহর বাণী:

﴿يُشَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾

“যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদেরকে সুদৃঢ় কথার মাধ্যমে দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন। আল্লাহ জালিমদেরকে বিভ্রান্তিতে রেখে দিবেন। আর আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন।^[৪০]”

(আরো রয়েছে) নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ সংক্রান্ত যে তাফসীর বর্ণিত হয়েছে।

ترك الخصومات والمراء في الدين

দীনের ব্যাপারে বিবাদ ও বিতর্ক পরিহার করা

ويرون ترك الخصومات والمراء في القرآن وغيره، لقول الله عز وجل: ﴿مَا يَجْدُلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [غافر: ٤] يعني يجادل فيها تكذيبها والله أعلم.

২৪। কুরআন ও (দীনের) অন্যান্য বিষয়ে তারা ঝগড়া বিবাদ ও বিতর্ক করা পরিত্যাগ করার মত পোষণ করেন। কেননা আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿مَا يَجْدُلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾

“আল্লাহর আয়াত সমূহের ব্যাপারে শুধুমাত্র যারা কুফরী করেছে তারা ই বিতর্কে লিপ্ত হয়।^[৪১]”

অর্থাৎ যে ব্যক্তি দীনের ব্যাপারে অস্বীকারমূলকভাবে বিতর্ক করে। আল্লাহই ভালো জানেন।

[৪০] সূরা ইবরাহিম: ২৭।

[৪১] সূরা মুমিন/গাফির: ০৪।

[خلافة الخلفاء الراشدين]

খুলাফায়ে রাশিদীনের খিলাফাত

ويثبتون خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، باختيار الصحابة إياه، ثم خلافة عمر بعد أبي بكر رضي الله عنه باستخلاف أبي بكر إياه، ثم خلافة عثمان رضي الله عنه باجتماع أهل الشورى وسائر المسلمين عليه عن أمر عمر ثم خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن بيعة من بايع من البدرين عمار بن ياسر وسهل بن حنيف ومن تبعهما من سائر الصحابة مع سابقه وفضله.

২৫। তারা ছাহাবীদের নির্বাচনের ভিত্তিতে রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে আবু বকর রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুর খিলাফাতকে সাব্যস্ত করেন। এরপর আবু বকর রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুর খলীফা নিযুক্তির ভিত্তিতে ‘উমার রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুর খিলাফাতকে সাব্যস্ত করেন। এরপর ‘উমার রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুর আদেশ অনুযায়ী আহলুশ-শূরা ও সমস্ত মুসলিমদের ঐক্যমতে ‘উছমান রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুর খিলাফাতকে তারা সাব্যস্ত করেন। এরপর (তারা সাব্যস্ত করেন) ‘আলী ইবন আবু তালেব রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুর খিলাফাতকে, (যা ছিল) বদরী ছাহাবীদের মধ্য থেকে ‘আম্মার ইবন ইয়াসার এবং সাহল ইবন হুনাইফ ও তাদের অনুগামী অন্যান্য সকল ছাহাবীদের বাই‘আত, ইসলামে তার অগ্রগামীতা এবং তার মর্যাদার ভিত্তিতে।

المفاضلة بين الصحابة

ছাহাবীদের মধ্যে মর্যাদার তুলনা

ويقولون بتفضيل الصحابة رضي الله عنهم، لقوله: {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ} [الفتح: ١٨] وقوله: {وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ} [التوبة: ١٠٠]

ومن أثبت الله رضاه عنه لم يكن منهم بعد ذلك ما يوجب سخط الله عز وجل، ولم يوجب ذلك للتابعين إلا بشرط الإحسان، فمن كان من التابعين من بعدهم يتنقصهم لم يأت بالإحسان، فلا مدخل له في ذلك.

২৬। তারা ছাহাবীদের মধ্যে মর্যাদার তারতম্যের মত পোষণ করেন। যেহেতু আল্লাহ বলেন: “নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের উপরে সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা গাছের নিচে আপনার হাতে বাই‘আত গ্রহণ করছিল।^[৪২]” আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন:

“আর মুহাজির ও আনছারদের মধ্য হতে যারা প্রথম-অগ্রগামী এবং যারা তাদেরকে ইহসানের সাথে অনুসরণ করেছে, তাদের উপরে আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন।^[৪৩]”

আর যাদের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি সাব্যস্ত হয়েছে, তাদের থেকে এরপরে আল্লাহ তা‘আলার ক্রোধকে আবশ্যক করে এমন কোন বস্তু তাদের থেকে প্রকাশ পাবে না। কিন্তু এই মর্যাদা তাদের অনুসরণকারীদের জন্য ‘ইহসান’ এর শর্ত ছাড়া প্রযোজ্য হবে না। সুতরাং তাদের পরবর্তীদের মধ্য হতে যারা তাদেরকে ‘ইহসান’ ছাড়া অনুসরণ করেছে তাদের মর্যাদা কমে যাবে। তার জন্য এটি প্রযোজ্য হবে না।

[৪২] সূরা আল-ফাতহ: ১৮।

[৪৩] সূরা আত-তাওবাহ: ১০০।

[قوله فيمن يبغض الصحابة]

যে ব্যক্তি ছাহাবীদেরকে অপছন্দ করে তার ব্যাপারে মতামত

ومن غاظه مكائهم من الله فهو مخوف عليه ما لا شيء أعظم منه، لقوله عز وجل: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾ [الفتح: ٢٩] إلى قوله ﴿وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، فَكَازَرَهُ، فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سَوْقِهِ، يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾ [الفتح: ٢٩] فأخبر أنه جعلهم غيظا للكافرين.

২৭। আল্লাহর নিকটে তাদের অবস্থান যাকে রাগান্বিত করবে, সে এমন এক ভয়ঙ্কর বিষয়ে জড়িত, যার থেকে ভয়ঙ্কর অন্য কিছু নেই। কেননা আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾

“মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল, যারা তার সাথে রয়েছে”^[৪৪] এখান থেকে আল্লাহর বাণী:

﴿وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، فَكَازَرَهُ، فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سَوْقِهِ، يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾

“আর ইনজিলে রয়েছে তাদের উদাহরণ এমন একটি চারাগাছের ন্যায়, যা থেকে নির্গত হয় কচিপাতা, তারপর তা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং পরে কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে যা চাষীর জন্য আনন্দদায়ক। এভাবে আল্লাহ মুমিনদের সমৃদ্ধি দ্বারা কাফিরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন।^[৪৫]” এ পর্যন্ত।

[৪৪] সূরা আল-ফাতহ: ২৯।

[৪৫] সূরা আল-ফাতহ: ২৯।

সুতরাং আল্লাহ সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি ছাহাবীদেরকে কাফিরদের অর্ন্তজ্ঞানার কারণ করে দিয়েছেন।

وقالوا بخلافهم، لقول الله عز وجل: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [النور: ৫৫] فخاطب بقوله ﴿مِنْكُمْ﴾ من ولد الآن وهو مع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على دينه، فقال بعد ذلك: ﴿لَيْسَتْ خِلْفَتُهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلِيَمَكِّنَ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلِيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا﴾ [النور: ৫৫] فمكن الله بأبي بكر وعمر وعثمان الدين، وعد الله آمنين يغزون ولا يغزون، ويخيفون العدو ولا يخيفهم العدو.

এবং তারা তাদের খিলাফাতের ব্যাপারে বলেন, যেহেতু আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا﴾

“যারা তোমাদের মধ্য হতে ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা করেছেন।^[৪৬]” এখানে “তোমাদের মধ্য হতে” শব্দ দ্বারা আল্লাহ তাদেরকে সম্বোধন করেছেন যারা ইতিমধ্যেই জন্ম নিয়েছে এবং নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁর দীনের উপরে রয়েছে। সুতরাং তারপরে আল্লাহ বলেছেন:

﴿لَيْسَتْ خِلْفَتُهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلِيَمَكِّنَ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلِيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا﴾

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে যমীনে খিলাফাত দান করবেন, যেমনভাবে তাদের পূর্ববর্তীদেরকে খিলাফাত দেয়া হয়েছিল। তাদের জন্য যা তিনি মনোনীত করেছেন সেই দীনকে প্রতিষ্ঠিত করে দিবেন এবং তাদের ভীতির পরে (ভয়কে)

[৪৬] সূরা নূর: ৫৫।

ই‘তিক্বাদু আয়িম্মাতিল হাদীছ

নিরাপত্তা দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। তারা আমার ইবাদাত করবে, আমার সাথে কাউকে শিরক করবে না।^[৪৭]”

সুতরাং আবু বকর, ‘উমার ও ‘উছমান রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমদের মাধ্যমে আল্লাহ দীনকে সুপ্রতিষ্ঠিত/শক্তিশালী করেছেন। আল্লাহর ওয়াদার কারণে তারা নিরাপদ, তারা যুদ্ধ করেছেন, তাদের সাথে কেউ যুদ্ধ করেনি (যুদ্ধের সাহস দেখায়নি)। তারা শত্রুদের মাঝে ভীতি সঞ্চার করেছেন। কিন্তু শত্রুরা তাদের মাঝে ভীতি সঞ্চার করতে পারেনি।

وقال عز وجل للذين تخلفوا عن نبيه في الغزوة التي ندبهم الله عز وجل بقوله: ﴿فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَدْرَكَ لَِّلْخُرُوجِ فَقُلْ لَّنْ نَّخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنُتَّقَاتِلَا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْفُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَلَفِينَ﴾ [التوبة: ٨٣]

আল্লাহ তা‘আলা যারা তাঁর নাবী [ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়সাল্লাম] থেকে পিছনে থেকে গিয়েছিল ঐ যুদ্ধে, যে যুদ্ধে আল্লাহ তা‘আলা মুমিনদেরকে উৎসাহিত করেছিলেন, তাদের ব্যাপারে বলেছেন:

﴿فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَدْرَكَ لَِّلْخُرُوجِ فَقُلْ لَّنْ نَّخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنُتَّقَاتِلَا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْفُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَلَفِينَ﴾

“সুতরাং যদি আল্লাহ তোমাকে তাদের মধ্যকার কোন একটি দলের কাছে ফিরিয়ে আনেন, তখন তারা তোমার কাছে যুদ্ধে বের হওয়ার জন্য অনুমতি চাইবে। তখন তুমি বল: তোমরা কখনোই আমার সাথে বের হবে না, আর আমার সাথে থেকে শত্রুর সাথে লড়াই ও করবে না। তোমরা তো প্রথমবারে বসে থাকার ব্যাপারে সম্মত ছিলে, সুতরাং এখনো বিরোধিতাকারীদের সাথেই বসে থাক।^[৪৮]”

فلما لقوا النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَهُ الْإِذْنَ فِي الْخُرُوجِ لِلْعَدُوِّ فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُمْ، أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَارٍ لِّتَأْخُذُوا

[৪৭] সূরা নূর: ৫৫।

[৪৮] সূরা আত-তাওবাহ: ৮৩।

ذُرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَاوُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿[الفتح: ١٥]﴾

সুতরাং যখন তারা নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করল এবং শত্রুর বিরুদ্ধে (যুদ্ধে) বের হওয়ার জন্য অনুমতি চাইল, তখন তিনি তাদেরকে অনুমতি দিলেন না।

এর প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা‘আলা নাযিল করেন:

﴿سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَائِرٍ لِنَأْخُذْهَا ذُرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَاوُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾

“অচিরেই তোমরা যখন গণীমত লাভের জন্য যাবে, তখন পিছিয়ে থাকা ঐ লোকরা বলবে: আমাদেরকে তোমাদের অনুসরণ করতে দাও। এরা আল্লাহর কালামকে পরিবর্তন করতে চায়। তখন তুমি বল: তোমরা কখনোই আমাদের অনুসরণ করবে না, ইতোমধ্যেই আল্লাহ অনুরূপ বলে দিয়েছেন। তখন তারা বলবে: বরং তোমরা আমাদের সাথে হিংসা করছ। বরং তারা অল্প ছাড়া আর কিছুই অনুধাবন করতে পারে না।^[৪৯]”

وقال لهم: ﴿قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سُدُّعُونَ إِلَى قَوْمٍ أُولَى بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسَامَوْنَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [الفتح:

১৬] والذين كانوا في عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحياء خوطبوا بذلك لما تخلفوا عنه، وبقي منهم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ما أوجب لهم بطاعتهم إياهم الأجر وبترك طاعتهم العذاب الأليم، إيدانا من الله

ইতিক্বাদু আয়িম্মাতিল হাদীছ

عز وجل بخلافتهم رضي الله عنهم ولا جعل في قلوبنا غلا لأحد منهم، فإذا أثبتت خلافة واحد منهم انتظم منها خلافة الأربعة.

আল্লাহ তা‘আলা তাদের ব্যাপারে আরো বলেন:

﴿قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سُدُّونَ إِلَى قَوْمِ أُولَىٰ بِأَسْ شَدِيدِ بَغْيِهِمْ وَتُفَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسَامَوْنَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤَيِّدْكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمُ عَذَابًا أَلِيمًا﴾

“ঐ সব পিছিয়ে পড়া লোকদের বল: অচিরেই তোমাদেরকে অত্যন্ত শক্তিশালী যোদ্ধা এক জাতীর সাথে লড়াইয়ের জন্য আহ্বান করা হবে। তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে অথবা তারা আত্মসমর্পণ করবে। অতপর তোমরা যদি আনুগত্য কর, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেবেন। আর যদি ইতোপূর্বে যেমনটি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলে, তেমনই মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সম্মুখীন করবেন।^[৫০]”

যারা আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে জীবিত ছিল, তাদেরকে উদ্দেশ্য করেই এটা বলা হয়েছে; যেহেতু তারা (যুদ্ধ হতে) পিছিয়ে ছিল। এবং তাদের মধ্য হতে অনেকে আবু বকর, উমার, ‘উছমান রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুমের সময়েও জীবিত ছিলেন, যাতে করে তাদের আনুগত্যের মাধ্যমে তাদের প্রতিদান আবশ্যক হয়ে যায়। এবং তাদের আনুগত্য পরিত্যাগ করার মাধ্যমে তাদের জন্য কঠোর আযাব ধার্য হয়ে যায়। (আর এটা হচ্ছে) তাদের খিলাফাতের ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে (ইঙ্গিতমূলক) ঘোষণা। আল্লাহ তাদের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হোন এবং তাদের ব্যাপারে আমাদের অন্তরে কোনরূপ সংকীর্ণতা তৈরী না করুন।

সুতরাং তাদের একজনের খিলাফাত যখন সাব্যস্ত হয়ে গেল, তখন সেই ধারাবাহিকতায় চারজনের খিলাফাতও প্রমাণিত হল।

[৫০] সূরা আল-ফাতহ: ১৬।

[الجمعة خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا]

সৎকর্মশীল বা পাপাচারী সকল মুসলিম ইমামের পিছনে জুমু'আর
ছুলাত আদায় করা

ويرون الصلاة - الجمعة وغيرها - خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، فإن
الله عز وجل فرض الجمعة وأمر بإتيانها فرضا مطلقا، مع علمه تعالى بأن
القائمين يكون منهم الفاجر والفاسق، ولم يستثن وقتا دون وقت، ولا أمرا
بالنداء للجمعة دون أمر.

২৮। তারা আরো মত পোষণ করেন যে, জুমু'আহ ও অন্যান্য (ছুলাত)
সৎকর্মশীল হোক বা পাপাচারী সকল মুসলিম ইমামের পিছনে তা আদায় করতে
হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা জুমু'আহকে ফরয করেছেন এবং তা সাধারণ
ফরয হিসেবে আদায়ের ব্যাপারে আদেশ দিয়েছেন, এটা জানা সত্ত্বেও যে,
ক্ষমতা পরিচালনাকারীগণের মধ্যে পাপী ও ফাসিক শ্রেণির মানুষ থাকবে, কিন্তু
তিনি কোন সময়কে অন্য সময় থেকে আলাদাও করেননি আবার জুমু'আর
আযানের আদেশকে অন্য আদেশ থেকে আলাদাও করেননি।

الجهاد مع الأئمة وإن كانوا جورا

রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে থেকে জিহাদ করার আবশ্যকতা যদিও তারা
অত্যাচারী হয়

ويرون جهاد الكفار معهم، وإن كانوا جورا، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح
والعطف إلى العدل، ولا يرون الخروج بالسيف عليهم، ولا القتال في الفتنة،
ويرون قتال الفئة الباغية مع الإمام العادل، إذا كان ووجد على شرطهم في ذلك.

ইতিক্বাদু আয়িম্মাতিল হাদীছ

২৯। তারা আরো মত পোষণ করেন যে, রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে থেকেই জিহাদ করতে হবে, যদিও তারা অত্যাচারী হোক না কেন। তারা তাদের মঙ্গল ও ন্যায়ের প্রতি তাদের নমনীয়তার জন্য দু'আ করেন। তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার মত পোষণ করা হতে বিরত থাকেন। আর ফিতনার বিষয়ে লড়াইয়ের ব্যাপারেও তারা বিরত থাকেন। তারা আরো মত পোষণ করে যে, বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ন্যায়পরায়ণ শাসকের সাথে থেকে লড়াই করতে হবে, যদি তাদের মধ্যে শর্ত পাওয়া যায়।

دار الإسلام

দারুল ইসলাম

ويرون الدار دار الإسلام لا دار الكفر كما رأته المعتزلة، ما دام النداء بالصلاة والإقامة ظاهرين وأهلها ممكنين منها آمنين.

৩০। তারা রাষ্ট্রকে দারুল ইসলাম বলে, মু'তাযিলাদের মত দারুল কুফর বলে মত প্রকাশ করে না, যতক্ষণ ছুলাতের আযান ও ইক্বামাত প্রতিষ্ঠিত থাকে। আর যখন রাষ্ট্রের অধিবাসীরা রাষ্ট্রের কাছ থেকে এব্যাপারে নিরাপদ থাকে।

أعمال العباد لا توجب لهم الجنة إلا بفضل الله

আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া বান্দার আমলসমূহ তাদের জন্য জান্নাতকে আবশ্যিক করে না

ويرون أن أحدا لا تخلص له الجنة، وإن عمل أي عمل، إلا بفضل الله ورحمته التي يخصص بهما من يشاء، فإن عمله للخير وتناوله الطاعات إنما عن فضل الله الذي لو لم يتفضل به عليه لم يكن لأحد على الله حجة ولا عذر، كما قال الله: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَمَا زَكَّىٰ مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّيٰ مَن يَشَاءُ﴾ [النور:

[২১] ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء:

৮৩] وقال: ﴿يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ [البقرة: ১০৫]

৩১। তারা আরো মত পোষণ করেন যে, কোন ব্যক্তির জন্য জান্নাত নিশ্চিত হয়ে যায় না সে যে আমলই সে করুক না কেন। শুধুমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত এদুটির মাধ্যমেই যাকে আল্লাহ চান তার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারে। সুতরাং যদি সে ভালোর জন্য আমল করে এবং সৎ কাজের আনুগত্য লাভ করে থাকে, তবে তা অবশ্যই আল্লাহর এমন অনুগ্রহ, যে অনুগ্রহ যদি তিনি কারো প্রতি না করেন তবে উক্ত ব্যক্তির জন্য কোন ওয়র বা আল্লাহর বিরুদ্ধে কোন দলীল থাকবে না। যেমনটি আল্লাহ বলেন:

﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَمَا رَزَقَكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنِ يَشَاءُ﴾

“যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত না থাকত, তবে তোমাদের মধ্যে কখনো কেউই পবিত্র হতে পারতো না। কিন্তু আল্লাহ যাকে খুশি পবিত্র করেন।^[৫১]”

আল্লাহ তা‘আলা আরো:

﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا﴾

“যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত না থাকত, তাহলে সামান্য কিছু সংখ্যক ছাড়া তোমরা সবাই শয়তানের অনুসরণ করতে।^[৫২]”

তিনি আরো বলেন:

﴿يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾

“আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাঁর রহমত দ্বারা বিশেষিত করেন।^[৫৩]”

[৫১] সূরা আন-নূর: ২১।

[৫২] সূরা আন-নিসা: ৮৩।

[৫৩] সূরা আল-বাক্বারা: ১০৫।

تقدير الأجل

অন্তিম সময় নির্ধারণ

ويقولون إن الله عز وجل أجل لكل حي مخلوق أجلا هو بالغه فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وإن مات أو قتل فهو عند انتهاء أجله المسمى له كما قال الله عز وجل: ﴿قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي يُبُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ﴾

৩২। তারা আরো বলেন: নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি জীবিত মাখলুকের জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করেছেন যেখানে সে উপনীত হবেই। সুতরাং যখন তাদের সময় এসে যাবে, তখন তা এক মুহূর্তও আগ-পিছ হবে না। যদিও সে মারা যায় অথবা নিহত হয়, তবুও সে ঐ সময়ে তার নির্দিষ্ট অন্তিম মুহূর্ত শেষ করবে। যেমন আল্লাহর বাণী:

﴿قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي يُبُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ﴾

“বল, যদিও তোমরা তোমাদের বাড়ীতে অবস্থান করতে, তবুও যাদের জন্য নিহত হওয়া নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল তারা অবশ্যই তাদের মৃত্যুস্থলের দিকে বের হয়েই যেত।^[৫৪]”

[৫৪] সূরা আলে-ইমরান: ১৫৪।

الرازق الله

রিষিকদাতা আল্লাহই

وإن الله تعالى يرزق كل حي مخلوق رزق الغذاء الذي به قوام الحياة، وهو يضمنه الله لمن أبقاه من خلقه، وهو الذي رزقه من حلال أو من حرام، وكذلك رزق الزينة الفاضل عما يحيا به.

৩৩। আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি জীবিত মাখলুককে খাদ্য সংক্রান্ত রিষিকের ব্যবস্থা করেন, যার উপরে জীবন টিকে থাকা নির্ভরশীল। এটা আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, তাদের জন্য যাদেরকে তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্য হতে বাঁচিয়ে রেখেছেন। তিনিই রিষিক দেন হালাল অথবা হারাম থেকে। অনুরূপভাবে তিনি সাজ-সজ্জা সংক্রান্ত রিষিকের ব্যবস্থা করেন।

الله خالق الشياطين ووساوسهم

শয়তান ও তাদের ওয়াসওয়াসার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ

ويؤمنون بأن الله تعالى خلق الشياطين توسوس للآدميين ويخدعونهم ويغرونهم، وأن الشيطان يتخبط الإنسان.

৩৪। তারা ঈমান রাখেন যে, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন শয়তানদেরকে, যারা মানুষের মধ্যে ওয়াসওয়াসা দেয়, ধোকা দেয় এবং প্রবঞ্চিত করে। আর শয়তান মানুষকে মোহাবিষ্ট করে।

ইতিক্বাদু আয়িম্মাতিল হাদীছ

السحر والسحرة

যাদু ও যাদুকর

وَأَنَّ فِي الدُّنْيَا سَحْرًا وَسَحْرَةً، وَأَنَّ السَّحْرَ وَاسْتِعْمَالَهُ كُفْرٌ مِنْ فَاعِلِهِ، مُعْتَقِدًا لَهُ، نَافِعًا ضَارًّا بِغَيْرِ إِذْنِ اللَّهِ.

৩৫। দুনিয়াতে যাদু ও যাদুকরের অস্তিত্ব রয়েছে। যাদু ও যাদুর ব্যবহার করা কুফুরী, যদি সে বিশ্বাসকারী হয় যে, যাদু আল্লাহর অনুমতি ছাড়াই উপকারী বা ক্ষতিকারক।

مجانبة البدعة

বিদ'আত হতে দূরে থাকা

وَيُرُونَ مُجَانِبَةَ الْبَدْعَةِ وَالْإِثْمِ، وَالْفَخْرِ، وَالتَّكْبَرِ، وَالْعَجَبِ، وَالْخِيَانَةِ، وَالِدَغْلِ، وَالسَّعَايَةِ، وَيُرُونَ كَفَّ الْأَذَى وَتَرْكَ الْغِيْبَةِ إِلَّا لِمَنْ أَظْهَرَ بَدْعَةً وَهُوَ يَدْعُو إِلَيْهَا، فَالْقَوْلُ فِيهِ لَيْسَ بِغِيْبَةٍ عَنْهُمْ.

৩৬। বিদ'আত, পাপাচার, গর্ব, অহংকার, দাষ্টিকতা, খিয়ানত, ত্রুটি অন্বেষণ ও কুৎসা রটনা করা থেকে তারা দূরে থাকার মত পোষণ করেন। তারা আরো মত পোষণ করেন যে, মানুষকে কষ্ট দেয়া ও গীবত থেকেও দূরে থাকতে হবে যদি না কোন ব্যক্তি থেকে বিদ'আত প্রকাশিত হয় এবং সে ঐ বিদ'আতের পথে মানুষকে আহ্বানকারী হয়। এরূপ (বিদ'আতী) ব্যক্তির ব্যাপারে কথা বলা তাদের নিকটে গীবত নয়।

تعلم العلم

ইলম শিক্ষা করা

ويرون تعلم العلم وطلبه من مظانه، والجد في تعلم القرآن وعلومه وتفسيره،
وسماع سنن الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وجمعها والتفقه فيها، وطلب آثار
الصحابة.

৩৭। তারা আরো মত পোষণ করেন যে, ইলম শিক্ষা করা ও তা প্রকৃত স্থান থেকে অন্বেষণ করতে হবে। কুরআন, কুরআন সংক্রান্ত অন্যান্য জ্ঞান, কুরআনের তাফসীর শিক্ষা করা, রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ সমূহ শ্রবণ করা, সেগুলো জমা করা ও দৃঢ়ভাবে অনুধাবন করার পাশাপাশি ছাহাবীদের আহার অনুসন্ধানে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

الكف عن الصحابة

ছাহাবীদের বিষয়ে [৫৫] নিরত থাকা

والكف عن الوقعة فيهم، وتأول القبيح عليهم، ويكلونهم فيما جرى بينهم على
التأويل إلى الله عز وجل.

৩৮। তারা আরো বিশ্বাস করেন যে, ছাহাবীদের মাঝে ঘটে যাওয়া অনাকাঙ্খিত ঘটনাগুলোর ব্যাপারে তারা আলোচনা করা হতে এবং তাদের বিরুদ্ধে কোন নিন্দনীয় বিষয় চাপিয়ে দেয়া হতেও বিরত থাকেন। তা‘ওয়ীলের ভিত্তিতে তাদের মাঝে যে সব ঘটনা ঘটেছিল, সে ব্যাপারগুলো তারা আল্লাহ তা‘আলার দিকেই সোপর্দ করেন।

[৫৫] অর্থ্যাৎ: ছাহাবীদের কোন রকম দোষ-ত্রুটি আলোচনা করা থেকে দূরে থাকা।

ইতিক্বাদু আয়িম্মাতিল হাদীছ

لزوم الجماعة

জামা'আতের বাধ্যবাধকতা

مع لزوم الجماعة، والتعفف في المأكل والمشرب والملبس، والسعي في عمل الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإعراض عن الجاهلين حتى يعلموهم ويبينوا لهم الحق، ثم الإنكار والعقوبة من بعد البيان وإقامة العذر بينهم ومنهم.

৩৯। জামা'আতবদ্ধ থাকার বাধ্যবাধকতার সাথে সাথে খাদ্য ও পানীয় এবং পোশাক-পরিচ্ছদে পবিত্র থাকেন, ভালো কাজে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন, সৎকাজে আদেশ দান করেন, অসৎকাজে নিষেধ করেন। অঙ্গদের কাছে হক্ব বর্ণনা করা ও তাদেরকে অবগত না করা পর্যন্ত তাদেরকে এড়িয়ে চলেন না। অতঃপর সত্য স্পষ্ট হওয়ার পর এবং তাদের মধ্যে এবং তাদের পক্ষ হতে ওয়ার কায়েম হওয়া সাপেক্ষে তাদেরকে অস্বীকার করেন ও শাস্তির বিধান করেন।

وجوب لزوم مذهب أهل الحديث الفرقة الناجية

ফিরক্বাতুন নাজিয়াহ বা মুক্তিপ্রাপ্ত দল- আহলুল হাদীছ মাযহাবের সঙ্গে থাকা আবশ্যক

هذا أصل الدين والمذهب، اعتقاد أئمة أهل الحديث، الذين لم تشنهم بدعة، ولم تلبسهم فتنه، ولم يخفوا إلى مكروه في دين، فتمسكوا معتمدين بحبل الله جميعا ولا تفرقوا عنه.

৪০। এটাই হচ্ছে দীন ও মাযহাবের মূলনীতি, আহলুল হাদীছ ইমামগণের আক্বীদা, বিদ'আত যাদেরকে আক্রমণ করেনি, ফিতনাও গ্রাস করেনি, দীনের

কোন অপছন্দনীয় কাজেও তারা অগ্রসর হয়নি। এভাবে তারা আল্লাহর রজ্জুকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আঁকড়ে ধরেছে এবং তারা সেখান থেকে বিভক্তও হয়নি।

واعلموا أن الله تعالى أوجب محبته ومغفرته لمتبعي رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في كتابه، وجعلهم الفرقة الناجية والجماعة المتبعة، فقال عز وجل لمن ادعى أنه يحب الله عز وجل: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ [آل عمران: ٣١]

আর তোমরা জেনে রেখ! নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর ভালোবাসা ও ক্ষমাকে নিজ কিতাবে আবশ্যক করেছেন রসূল ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারীদের জন্য। তাদেরকে ফিরক্বাতুন নাজিয়াহ (মুক্তিপ্রাপ্ত দল) ও অনুসরণকারী জামা'আত হিসেবে নির্ধারণ করেছেন।

আর আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾

“বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও, তবে আমার অনুসরণ কর। আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গোনাহকে ক্ষমা করে দেবেন।” [৫৬]

نفعنا الله وإياكم بالعلم، وعصمنا بالتقوى من الزيغ والضلالة بمنه ورحمته.

আল্লাহ আমাদের ও তোমাদেরকে ইলমের দ্বারা উপকৃত করুন, তাঁর রহমত ও অনুগ্রহে ভ্রষ্টতা ও বক্রতা থেকে তাক্বওয়ার দ্বারা রক্ষা করুন।

ইতিক্বাদু আয়িম্মাতিল হাদীছ

মাকতবাতুস সুম্মাহ প্রকাশিত বইসমূহ

১. কালিমাতে তাওহীদ ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ শর্ত ও তা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ
- শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বায [নির্ধারিত মূল্য : ১০ টাকা]
২. উসূলুস সুম্মাহ
- ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]
৩. শারহুস সুম্মাহ
- ইমাম আল বারবাহরী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]
৪. লুম‘আতুল ই‘তিক্বদ
- ইবনে ক্বদামা আল-মাকদাসী [নির্ধারিত মূল্য : ৫০ টাকা]
৫. ‘ইতিক্বদ আইয়াম্মাতুল হাদীছ
- আবু বকর আহমাদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে ইসমাঈল আল ইসমাঈলী [নির্ধারিত মূল্য : ৫০ টাকা]
৬. ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা
- আল্লামা মুহাম্মাদ আল আমীন শানক্বীতী [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]
৭. কিতাবুল ঈমান
- ড. আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ আল আব্দুল লতীফ [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]
৮. কিতাবুত তাওহীদ
- মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব ইবনে সুলাইমান তামিমী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]
৯. কিতাবুত তাওহীদ
- ড. ছলিহ ইবনে ফাওয়ান আল ফাওয়ান [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]
১০. আক্বীদাতুত তাওহীদ
- ড. ছলিহ ইবনে ফাওয়ান আল ফাওয়ান [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা]

১১. আল ইরশাদ- ছুহীহ আকীদার দিশারী (ঈমানের ব্যাখ্যা)

- ড. ছুলিহ ইবনে ফাওয়ান আল ফাওয়ান [নির্ধারিত মূল্য : ৪০০ টাকা]

১২. আল ওয়াছ্বীয়াতুল কুবরা (মহা উপদেশ)

-শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

১৩. আল আকীদাহ আল ওয়াসিহীয়া

- শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া [নির্ধারিত মূল্য : ৬০ টাকা]

১৪. শারহুল আকীদাহ আল ওয়াসিহীয়া

-ড. ছুলিহ ইবনে ফাওয়ান আল ফাওয়ান [নির্ধারিত মূল্য : ৩০০ টাকা]

১৫. শারহু মাসাইলিল জাহিলিয়াহ

- ড. ছুলিহ ইবনে ফাওয়ান আল ফাওয়ান [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা]

১৬. আল আকীদাহ আত-ত্বাহীয়া

- ইমাম আবু জা'ফর আহমাদ আত-ত্বাহী [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

১৭. শারহুল আকীদাহ আত-ত্বাহীয়া প্রথম খণ্ড

-ইমাম ইবনে আবীল ইয় আল-হানাফী [নির্ধারিত মূল্য : ৩০০ টাকা]

১৮. শারহুল আকীদাহ আত-ত্বাহীয়া দ্বিতীয় খণ্ড

-ইমাম ইবনে আবীল ইয় আল-হানাফী [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা]

১৯. নাবী-রসূলগণের দা'ওয়াতী মূলনীতি

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

২০. কাবীরা গুনাহ

-মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

২১. একশত কাবীরা গুনাহ

-আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ১০ টাকা]

ইতিক্বাদু আয়িম্মাতিল হাদীছ

২২. খিলাফাত ও বায়'আত

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ৬০ টাকা]

২৩. কিতাবুল ইলম (জ্ঞানার্জন)

- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ২০০ টাকা]

২৪. ক্বিয়ামতের ছুহীহ আলামত

- শাইখ 'ইছলাম মুসা হাদী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

২৫. 'আল ওয়ালা' ওয়ালা 'বারা' [বন্ধুত্ব ও শত্রুতা]

- ড. ছলিহ ইবনে ফাওয়ান আল ফাওয়ান [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

২৬. ইসলামে মানবাধিকার

- শাইখ সালিহ ইবনে আব্দুল আযীয আলুশ শাইখ [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

২৭. হাদীছের মূলনীতি

- মাওলানা মুহাম্মদ আমীন আছারী [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

২৮. ফিকহের মূলনীতি

- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

২৯. আল্লাহ ও রসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন

- সংকলনে ডা. মোশাররফ হোসেন [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

৩০. এক নজরে ছুলাত

- হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

৩১. যাকাতুল ফিতর

- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১০ টাকা]

৩২. যাকাত ও দান খয়রাত

- সংকলনে ডা. মোশাররফ হোসেন [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

৩৩. ছিয়াম ও রমাদান

- সংকলনে ডা. মোশাররফ হোসেন [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

৩৪. আওয়াযিলুশ শুহূর আল আরাবয়্যাহ-আরবী মাসের তারিখ নির্ধারণ

-আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ শাকির [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

৩৫. নতুন চাঁদের বিতর্ক সমাধান

- সংকলনে ডা. মোশাররফ হোসেন [নির্ধারিত মূল্য : ১০ টাকা]

৩৬. হাজ্জ, উমরা ও মদীনা যিয়ারত

- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছুলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

৩৭. মদীনা মুনাওয়ারা

- ড. আব্দুল মুহসিন ইবনে মুহাম্মদ আল-কাসেম [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

৩৮. আল-আজবিবাতুল মুফীদাহ (মানহাজ-কর্মপদ্ধতি)

- ড. ছুলিহ ইবনে ফাওয়ান আল ফাওয়ান [নির্ধারিত মূল্য : ২০০ টাকা]

৩৯. দল/সংগঠন, ইমারত ও বায়‘আত

-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ৬০ টাকা]

৪০. আস-সিয়াসাহ আশ-শার‘ইয়্যাহ (শারঈ রাজনীতি)

-সাজ্জাদ সালাদীন [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

৪১. ঈদ, কুরবানী ও আকীকাহ

- সংকলনে ডা. মোশাররফ হোসেন [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

৪২. মুহাম্মাদ (ﷺ) সম্পর্কে ভ্রান্ত আকীদার নিরসন

- সংকলনে আব্দুল বাসির বিন নওশাদ মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]